দর্শন বিভাগ : বিভাগের ২০১৯ সালের ৩য় বর্ষ বি.এ পরীক্ষার ফরম পূরণ ও ফি দাখিলের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। বিলম্ব ফি ব্যতীত আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত এবং বিলম্ব ফি সহ ১ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ফরম পূরণ ও ফি দাখিল করা যাবে।

আইন বিভাগ : বিভাগের ২০১৯ সালের ১ম বর্ষ (সম্মান) পরীক্ষার ফরম পূরণ ও ফি দাখিলের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। বিলম্ব ফি ব্যতীত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত এবং বিলম্ব ফি সহ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ফরম পূরণ ও ফি দাখিল করা যাবে।

মার্কেটিং বিভাগ : বিভাগের ২০১৭ সালের ৮ম সেমিস্টার বিবিএ (ফাইনাল টার্ম) কোর্স নং-৪০৬ থেকে ৪০৯ এর পরীক্ষাসমূহ আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ : ২০১৯ সালের ৪র্থ বর্ষ বিএসসি অনার্স উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার ফরম পূরণ ও ফি দাখিলের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। বিলম্ব ফি ব্যতীত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত এবং বিলম্ব ফি সহ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ফরম ও ফি ব্যাংকে জমা দেয়া যাবে।

রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ : ২০১৮ সালের এমএসএস পরীক্ষা ইতোপূর্বে ঘোষিত সময়সূচি আংশিক সংশোধনপূর্বক কোর্স নং-৫০১ থেকে পরবর্তী পরীক্ষাসমূহ আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ২৪ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত প্রতিদিন ১১টা থেকে শুরু হবে। বিস্তারিত সময়সূচি সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে জানা যাবে।-বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম কর অঞ্চল-৪ এর আয়কর বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক

নতুন প্রজন্মকে আয়কর বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা ও জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করার জন্য রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম কর অঞ্চল-৪। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে কর অঞ্চল-৪ এর আওতাধীন বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষকদের সাথে শীঘ্রই আলোচনায় বসবেন বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম কর অঞ্চল-৪ এর কর কমিশনার ব্যারিস্টার মুতাসিম বিল্লাহ ফারুকী। তিনি জানান, 'আমরা চাই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবনেই আয়কর সম্পর্কে বিস্তারিত জানুক। কেননা, আয়কর সম্পর্কে জানলেই তারা ভবিষ্যৎ এ আয়কর দিতে উদ্বুদ্ধ হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জানতে হবে আয়কর দেয়ার সুফলতা কতটুকু। তাই নতুন প্রজন্মকে আয়কর বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা ও জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করার জন্য রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে কর অঞ্চল-৪ এর আওতাধীন বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষকদের সাথে শীঘ্রই আলোচনায় বসে সেখানে আমরা ডাক বাক্স রাখবো। যেখানে প্রতিযোগীরা তাদের নিজ হাতে লেখা রচনাগুলো জমা করবেন।' প্রতিযোগিতায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা 'ক' বিভাগে ও স্নাতক, স্নাতকোত্তর অথবা সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা 'খ' বিভাগে প্রতিযোগিতা করবেন। প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে 'আয়করে প্রবৃদ্ধি, দেশ ও দশের সমৃদ্ধি'। 'খ' বিভাগের প্রতিযোগীরা লিখবেন 'আয়কর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ধারাবাহিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ' বিষয়ের উপর।

আয়োজক সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অংশগ্রহণকারী ২০টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বেলুন উড়িয়ে তিনদিনব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করা হয়। ইউরোপিয়ান কমিশনের সহায়তায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নামক প্রকল্পটির আওতায় প্র্যাকটিক্যাল একশান নামে এনজিও সংস্থা এ মেলার আয়োজন করেছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই মেলা চলবে। পরিবেশ বান্ধব সোনালী আঁশ পাটের মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও চাহিদা তৈরি এবং ছোট-মাঝারি শিল্প কারখানার মাধ্যমে বাজারজাতকরণে প্রকল্পটি নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ মেলায় রকমারি পাটজাত পণ্যের পসরা নিয়ে ২০টি স্টল সেজেছে। স্টলগুলো হচ্ছে, জেডিপিসি চট্টগ্রাম, জেডিপিসি, জুট প্রোডাক্টস, তারুণ্য শতরঞ্জি এন্ড ক্র্যাফটস ও ক্রিয়েটিভ জুট টেক্সটাইল প্রোডাক্টস তাদের প্রস্তুতকৃত পাটপণ্য সামগ্রী নিয়ে এসেছে। পাটপণ্যমেলা উপলক্ষে প্র্যাকটিক্যাল একশানের পাট বিশেষজ্ঞ আলমগীর চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, পাটশিল্পের প্রসারের জন্য আমাদের এ মেলার আয়োজন। আমরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পাট পণ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছি, কিন্তু এবারই প্রথম এককভাবে মেলা আয়োজিত হয়েছে। এ মেলার বেশির ভাগ স্টল রংপুর থেকে এসেছে। প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশানের ভ্যালু চেইন এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞ শৈবাল বড়ুয়া বলেন, এবারই প্রথম আমরা এককভাবে পাটপণ্য মেলার আয়োজন করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য, সোনালী আঁশের সুদিন ফিরিয়ে আনা এবং পাটপণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা।-বিজ্ঞপ্তি

এরিয়াল প্রোপার্টিজ ও চট্টগ্রাম ওয়াইএমসিএ'র চুক্তি স্বাক্ষরের পর করমর্দনরত গাওহার সিরাজ জামিল ও এমরোজ গোমেজ

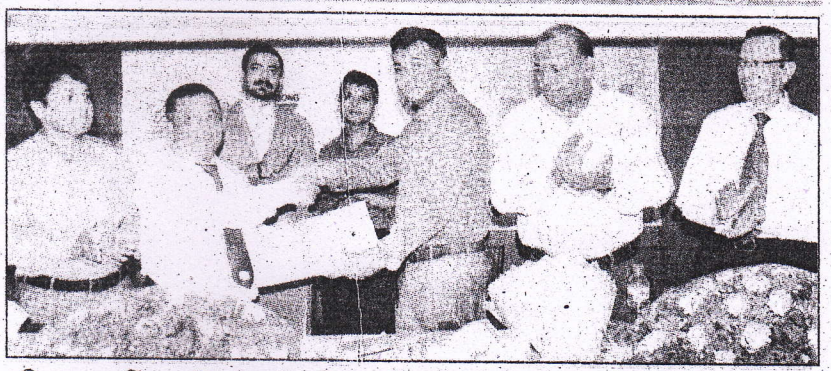

ইডিইউতে ফল '১৯ সেমিস্টারে ভর্তিচ্ছুদের সাক্ষাৎকার

ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটিতে (ইডিইউ) ফল ২০১৯ সেমিস্টারে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়া দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু পরীক্ষার উত্তরপত্র দিয়ে একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণভাবে যাচাই করা যায় না। তাই সক্ষমতাগুলো খুঁজে বের করে সে অনুসারে ভর্তিচ্ছুদের সহযোগিতা করার অংশ হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি। গতকাল রবিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি স্কুলের ৭টি বিভাগে পৃথকভাবে ভর্তিচ্ছুদের এ সাক্ষাৎকার নিয়েছে ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা।

এতে অংশ নেয়া ভর্তিচ্ছুদের পাঠ্যবিষয়, বুদ্ধিমত্তা, দায়িত্বশীলতা সম্পর্কিত প্রশ্নের পাশাপাশি ইডিইউতে পড়তে চাওয়ার কারণ, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের থেকে কেমন সহযোগিতা প্রত্যাশা করে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়।

ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান সাঈদ আল নোমান বলেন, ইডিইউ প্রকৃত মেধাবীদের খুঁজে বের করছে। ব্যক্তিভেদে প্রত্যেকের সৃজনশীলতা ও সক্ষমতা ভিন্ন। ফলে প্রচলিত প্রোগ্রামের অধীনে সবাইকে একই ছাঁচে ঢেলে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিচর্যা করার মাধ্যমে তাদের মেধা বিকাশে সহযোগিতা করতে চায় ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মু. সিকান্দার খান বলেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের ফলে ভর্তিচ্ছুরা আরো বিশদভাবে জানার সুযোগ পেয়েছে ইডিইউকে। পেয়েছে ইডিইউ সম্পর্কে তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর।

আমরাও তাদের চাওয়া ও অনুভূতিগুলো সরাসরি জানতে পেরেছি।-বিজ্ঞপ্তি

No-20190803001-C

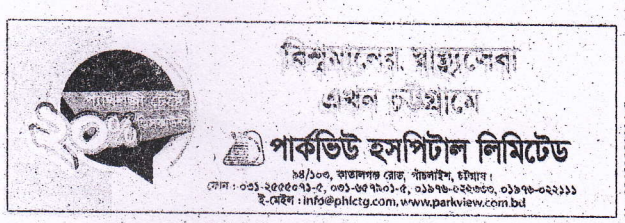

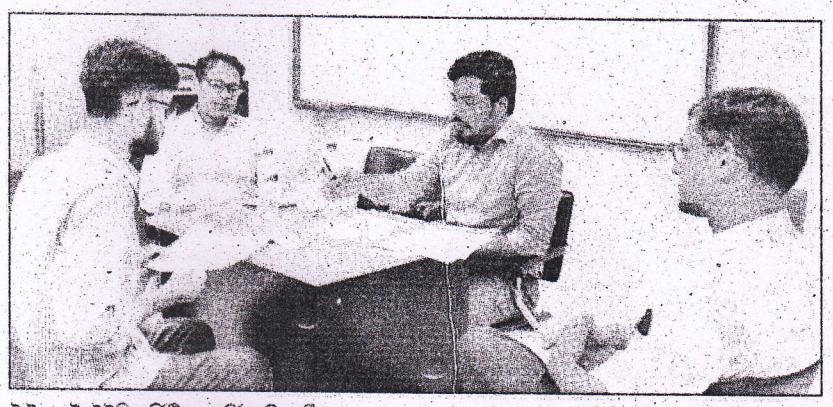

ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা